পাক্ষিক

আহমদী

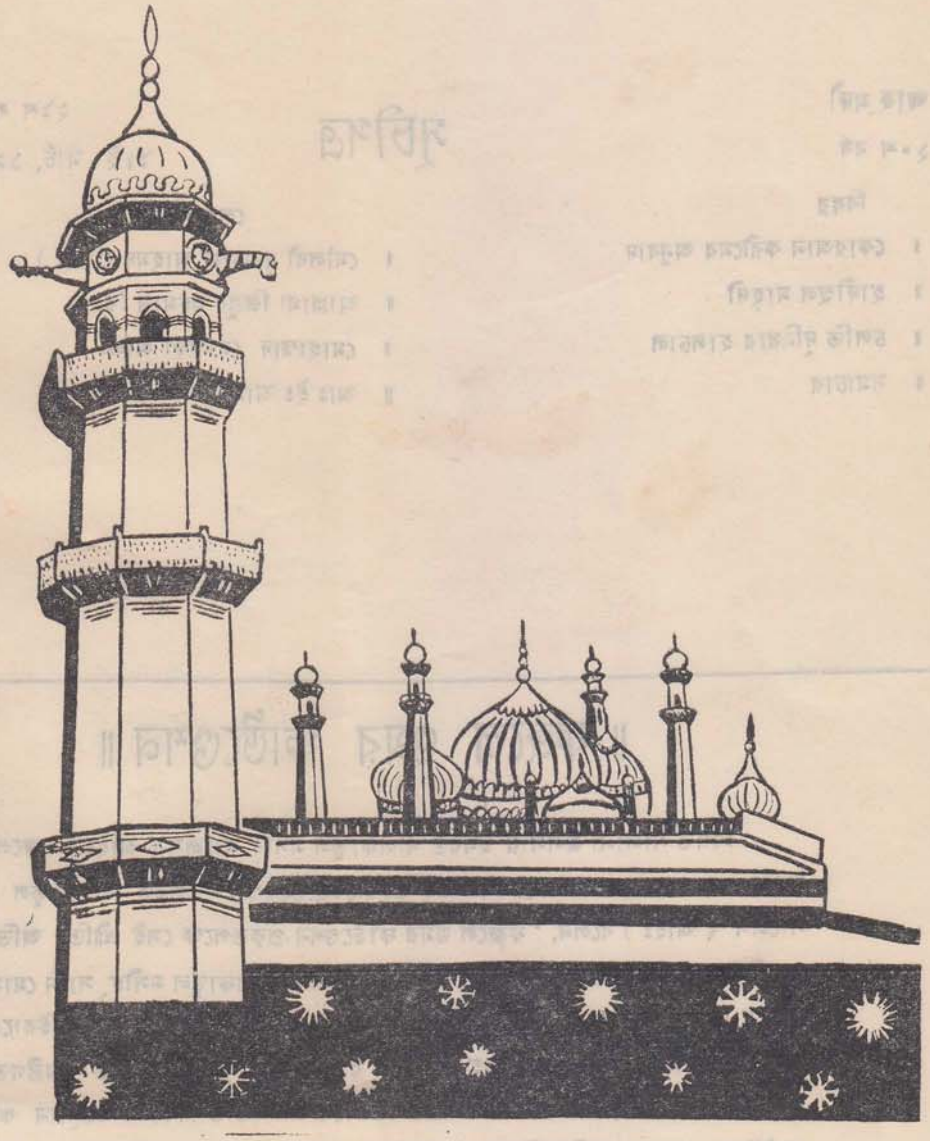

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	২১শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই মার্চ, ১৯৬৭	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

২১শ সংখ্যা
১৫ই মার্চ, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৩৪৭
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ৩৪৯
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৩৬০
॥ সমাচার	॥ আঃ ইঃ আঃ	॥ ৩৬১

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে *এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান* করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ১৫ই মার্চ : ১৯৬৭ সন : ২১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ আনফাল

৮ম রুকু

৬০॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা যেন মনে না করে যে তাহারা জিতিয়া গিয়াছে ; নিশ্চয় তাহারা (আমাদিগকে) পরাভূত করিতে পারিবে না।

৬১॥ এবং তোমরা সাধ্যানুসারে তাহাদের (কাফিরদের) প্রতিরোধকল্পে সামরিক শক্তি ও অশ্বরাজি সীমান্তে সন্নিবেশিত রাখ, যাহা দ্বারা আল্লার শত্রু ও তোমাদের (সাক্ষাৎ) শত্রুকে

সন্ত্রাসিত করিতে পার এবং তাহারা ব্যতীত অপর দিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না (কিন্তু) আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যাহা কিছু ব্যয় করিবে তাহা তোমাদিগকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও স্বল্পতা করা হইবে না।

৬২॥ এবং যদি তাহারা সন্ধির জন্য অগ্রসর হয়, তুমিও সন্ধির জন্য অগ্রসর হইও এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর রাখিও; নিশ্চয় তিনি সম্যক শ্রোতা, পরম জ্ঞাতা।

৬৩॥ এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা রাখে তবে (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে তাঁহার নিজ সমীপ হইতে সাহায্য দান করিয়া এবং মুমিনগণ দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন।

৬৪॥ এবং তিনি তাহাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ঢালিয়া দিলেন। যদি তুমি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করিতে তবুও তাহাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মাইতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৬৫॥ হে নবী! তোমার জন্য এবং যে সমস্ত মুমিন তোমার অনুগমন করিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (ক্রমশঃ)

★

॥ ওহির দরজা এখনও খোলা আছে ॥

হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলিয়া দাও। তাহা হইলে জ্যোতিঃ নিজেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। খোদাতায়ালা যখন পার্থিব 'ফয়েজের' (অনুগ্রহের) পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন তোমরা কি কখনও ধারণা করিতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য যাহা এখন একান্ত আবশ্যক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? কখনও নয়; বরং অধিকতর প্রশস্ত ভাবে এখন তাহা [ওহির দরজা] উন্মুক্ত করা হইয়াছে। —ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)।

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫০নং মন্তব্য

"তিনি কি ইংরাজ ও রূস জাতিদ্বয়কে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন ?'

উত্তর

ইতিপূর্বে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই এক হাদীস উল্লেখ করিয়া লিখিয়া আসিয়াছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না ; স্বয়ং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-ও ইয়াজোজ-মাজুজের ভয়ে দলবলসহ তুর পর্বতে যাইয়া পলাইয়া থাকিবেন ; আর এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন কি না ? ইহাতে সেখ সাদীর কথাই স্মরণ হয় ঃ—

دروغ گو را حافظه نباشد

বস্তুতঃ, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস ও ইস্‌লামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে ও হইতেছে ; যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা দেখিতেছেন।

৫১নং মন্তব্য

"তাহাদের লাসগুলি কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পক্ষী উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিয়াছে ?"

উত্তর

আঁ-হযরত (সাঃ) হাদীসের মধ্যে উটের গলার মত লম্বা পক্ষী বলিয়া বর্তমান জমানার উড়োযানগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা আজ আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, এই উড়োযানগুলিই আজ ইয়াজুজ-মাজুজকে উঠাইয়া দূর দূরান্তে লইয়া যাইতেছে। হাদীসে লাস উঠাইবার কথা নাই। ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের নিজের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত।

৫২নং মন্তব্য

"তাহদের তীর ও তীরদানগুলি কত দিনের জ্বালানী কাষ্ঠ হইয়াছে ?"

উত্তর

ইহা ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংস হইবার পরের কথা ; ইয়াজুজ মাজুজ ধ্বংস হওয়ার পর যুদ্ধ নিরাকরণের আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়া ইসলামের শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে দেখা যাইবে, তাহাদের সরঞ্জামগুলি কত দিনের জ্বালানী কাষ্ঠ হয়। এখনই এই প্রশ্ন কেন ?

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফল ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে-কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যে সাফল্য মণ্ডিত হইয়া শেষ হইবে ইহা বিশ্বাস করা এখন খুব কঠিন নহে।

৫৩নং মন্তব্য

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم واماسكم منكم

"মীর্যা সাহেব বুখারী ও মুস্‌লিমের এই হাদীসের বাতীল অর্থ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ—তোমাদের কি আনন্দময় অবস্থা হইবে, যে-সময় তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র নামিয়া আসিবেন, অথচ তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য হইতে (কোরেশ হইতে) হইবেন"।

উত্তর

আরবী ভাষায় যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসের যে অর্থ করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এবং নিজ হইতে অতিরিক্ত শব্দ প্রক্ষিপ্ত করিয়া হাদীসের মর্ম বিগড়াইয়া দিয়াছেন।

আমরা পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ইবনে মরিয়ম শব্দটি মরিয়মের পুত্র হিসাবে এই হাদীসে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং গুণ বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হাদীসে, 'কোরেশের' কোন কথা নাই, আর 'নজোল' শব্দদ্বারাও নামিয়া আসা বুঝায় নাই। এই হাদীসের و امامكم "ওয়া ইমামাকুম' শব্দটির মধ্যে যে, 'و' "ওয়াও' অক্ষরটি আছে তাহার তরজমা মৌলানা সাহেব 'অথচ' করিয়াছেন। আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে 'و' অক্ষরটি 'আতেফা' কিংবা 'হালিয়া' রূপে ব্যবহার হয়। 'আতেফা, বলা হয় সংযোজক অব্যয়কে—যেমন রাম ও শ্যাম আসিয়াছে। এখানে রাম ও শ্যাম 'আসিয়াছে' ক্রিয়ার কর্তারূপে সংযুক্ত বা শরীক হইয়াছে। অতএব, ইহার অর্থ হইবে রামও আসিয়াছে, শ্যামও আসিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে যদি 'و' কে 'আতেফা' মনে করা হয় তাহা হইলে হাদীসের অর্থ হইবে—ইবনে মরিয়ম ও ইমামুকোম, উভয়ই নাজিল হইয়াছেন।

আমার বিশ্বাস মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসে 'و' কে 'আতেফা' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা হইলে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই হাদীসে 'و' অক্ষরটি 'হালিয়া' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর 'হালিয়া' বলা হয়; যাহাদ্বারা পূর্ববর্তী ক্রিয়ার কর্তা কিংবা কর্মের অবস্থা বর্ণনা করা হয়।

"الحال ما يبين هيئة الفاعل و المفعول به" (كافيه)

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের 'و' টি যদি 'হালিয়া' হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই 'و' দ্বারা পূর্ববর্তী نزل 'নাজালা' ক্রিয়ার কর্তার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসে 'নাজালা' ক্রিয়ার কর্তা ইবনে মরিয়ম, আর 'و' অক্ষর দ্বারা তাহারই অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতএব আলোচ্য হাদীসের অর্থ হইতেছে—"নাজেল হইবেন ইবনে মরিয়ম যে-অবস্থায় এই ইবনে মরিয়ম তোমাদের ইমাম হইবেন।"

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-ও এই অর্থই করিয়াছেন। ইহা বাতীল অর্থ নহে। পক্ষান্তরে, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিরাট অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেদের মত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পরও তিনি তাহার (গোঁ) ছাড়িবেন কি?

৫৪নং মন্তব্য

'ইমাম বয়হকী কিতাবুল-আছমা ওছ্‌ছিফাতের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء

"এই হাদীসে স্পষ্টই আসমান শব্দ আছে।"

উত্তর

ইমাম বয়হকীর এই হাওয়ালা' উদ্ধৃত করিতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আসল কথা বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। ইমাম বয়হকীর আসল এবারত হইতে "رواه البخارى" শব্দদ্বয় বাদ দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, ইমাম বয়হকী নিজের তরফ হইতে কিছু বলেন নাই, বরং ইমাম বুখারীর বরাত দিয়া বলিয়াছেন ও বুখারীর হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم
و امامكم منكم رواه البخارى

কিন্তু পাঠক ইহাও অবগত আছেন এবং পূর্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী "আছমান হইতে" শব্দ বর্ণনা করেন নাই। তবে ইমাম বয়হকী 'আছমান হইতে' শব্দ কেন অতিরিক্ত করিলেন? আমি বলিব, ইহা ছাপার ভুল, বা ইমাম বয়হকীর লিখনী-বিচ্যুতি। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের পক্ষে ইমাম বয়হকীর এই আসল কথাটি, যে তিনি বুখারী হইতে ইহা বর্ণনা করিতেছেন, বাদ দেওয়া বড় অন্যায়।

৫৫নং মন্তব্য

"وانزلنا الحديد وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج - يا بنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا ٥

"এই সমস্ত আয়াতের অর্থ করিতে কোন কোন ব্যাখ্যাকারী আসমান হইতে হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌তালা লৌহ, চতুষ্পদ জন্তু ও পোষাক নাজিল করিয়াছিলেন বলিয়া অর্থ করিয়াছেন।"

উত্তর

ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, এরূপ অর্থ যদি কোন ব্যাখ্যাকারী করিয়া থাকেন তবে ভুল করিয়াছেন। কারণ আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই সকল বস্তু পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয়, অনেক তফসীর কারকও এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া অর্থই করিয়াছেন।

الانزال بالنزول لاحداث والانشاء والابداع كقوله تعالى انزل لكم من الانعام وقوله تعالى انزلنا الحديد—

"নজোল শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা, প্রস্তুত করা, নূতন আবিষ্কার করা, যেমন আল্লাহ্‌র বাক্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি'। (তফছীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, ৩৯০ পৃঃ)।

এই রকম আরও বহু তফছীরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে তফছীরে কবীরের এই অর্থই সমর্থন করা হইয়াছে;

এতদ্ব্যতীত কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত হইতেও আমাদের এই অর্থই সমর্থিত হয়।

وان من شيئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم —

"প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডারই আমার কাছে বিদ্যমান আছে, আমি নির্দ্ধারিত সময় মত ইহা নাযিল করিয়া থাকি।"

তফছীরে-কবীরে এই হাদীসটিও লিখা আছে:—

ان الله انزل اربع بركات من السماء الى الارض انزل الحديد والنار والماء والملح

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তালা এই চারিটি বরকত (কল্যাণ) নাযিল করিয়াছেন—লৌহ, অগ্নি, পানি, এবং লবন।"

কিন্তু পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আল্লাহ্‌তালা যে সমস্ত বস্তু জগতের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাদের জন্যই আস্‌মান হইতে নাজেল করার সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন, আদম (আঃ)-এর আস্‌মান হইতে পৃথিবীতে নাজেল হওয়ার সময় এই সকল বস্তু নাজিল হইয়াছিল, কিন্তু এই কথা দ্বারাও মৌলানা সাহেব নিজ অজ্ঞতার আর এক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন—

انى جاعل فى الارض خليفة

"আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাইব" আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন, আদম (আঃ)-কে আসমানে রাখা হইয়াছিল। তথা হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আদমের জান্নাত (বাগান) যে আল্লাহ্‌তালার ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীতেই ছিল তাহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না।

৫৬ নং মন্তব্য

"قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا"

"তফছীরে কাশ্বাফে এই আয়াতে রসুল অর্থ জিব্রাইল করিয়াছেন। এখানেও নজোল অর্থ আসমান হইতে নাজেল হওয়া করিতে হইবে।"

উত্তর

হযরত বড় পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানি এই আয়াতে রসুল শব্দের অর্থ—'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফ (সাঃ') করিয়াছেন—

و قد سمى الله عز و جل اشياء فى القران ذكرا من ذالك......و سمى الرسول ذكرا قوله عزوجل قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا – (غنية الطالبين ص٢٢٨)

অতএব হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে নজোল ব্যবহার হইয়াছে দেখিয়াও যখন তাঁহার আসমান হইতে নামিয়া আসা অর্থ কেহই করেন না, তখন ইসা (আঃ) সম্বন্ধেও নজোল শব্দ দেখিলেই আসমান হইতে নামিয়া আসার অর্থ করা উচিৎ হইবে না।

৫৭নং মন্তব্য

"তেরমুজি শরীফে হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে—
اذ هبط عيسى ابن مريم—অবতীর্ণ হওয়া আসিয়াছে।"

উত্তর

هبط শব্দের অর্থ 'উপর হইতে বা আসমান হইতে নামিয়া আসা, মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? কোরান শরীফে আসিয়াছে—
اهبطوا مصرا "মিশরে যাও"। অতএব هبط শব্দ হইতে আসমান হইতে নামিয়া আসা অর্থ করার চেষ্টা করা ভুল।

এতদ্ব্যতীত হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই এক হাদীসে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন ঃ—

اذ بعث الله عيسى ابن مريم

"আল্লাহ্ যখন ইসা (আঃ)-কে পাঠাইবেন।"

কঞ্জোল-উম্মাল কিতাবের ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠায় আসিয়াছে—

عن ابى هريرة قال ان المساجد لتعد لخروج المسيح و انه سيخرج فيكسر الصليب و يقتل الخنزير

"আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মসিহ (আঃ) বাহির হইলে মসজিদগুলি সজ্জিত হইবে, তিনি অচিরেই বাহির হইবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিবেন এবং শূকর বধ করিবেন।"

পাঠক, ইসা (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে 'নজোল', 'হবোত', 'বা-আছ', 'খারোজ' (هبط - بعث - خروج - نزول) এই সকলগুলি শব্দই ব্যবহার হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝায় এমন একটি শব্দও নাই। তথাপি মৌলানা সাহেব তাঁহার গোঁ ছাড়িতেছেন না—আশ্চর্য্য;

৫৮নং মন্তব্য

"মীর্যা সাহেব খ্রীষ্টানদের জাল কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন।"

উত্তর

খ্রীষ্টানদের কিতাবের সবগুলি কথাই জাল নহে, বরং খ্রীষ্টানদের কিতাবে আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী এখনও বিদ্যমান আছে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম এই যে, এই সমস্ত কিতাবে অনেক কথা প্রবিষ্ট হইয়াছে; এই সমস্ত কিতাব অসত্য হইতে খালি নহে। এই সমস্ত কিতাবের সব কথাই জাল নহে, আর সব কথাই অসত্যও নহে। সুতরাং, ইঞ্জিল ইত্যাদি কেতাবের যে সমস্ত কথা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার ও বর্ণনার সমর্থন করে, ঐ সমস্ত কথাকে তায়িদী দলীল বা সমর্থনকারী প্রমাণ রূপে পেশ করাতে জাল

কিতাবের দলীল পেশ করা ইয়াছে মনে করা জ্ঞানের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কোথাও ইঞ্জিল ইত্যাদি কেতাবের কথাকে কোরান ও হাদীসের বিরুদ্ধে সত্য বলিয়া পেশ করেন নাই, বরং ইহাদের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

৫৯নং মন্তব্য

"এক্ষণে মীর্যা ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, মসিহ (আঃ) ইয়াহ্ইয়া-কে এলিয় বলিতেছেন, আর ইয়াহ্ইয়া নিজকে এলিয় বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন; এক্ষনে কোন নবীর কথা সত্য? মথি ও যোহন এই উভয় পুস্তকের কোনটি সত্য?"

উত্তর

মথি ও যোহন এই দুই ইঞ্জিলের কোনটিরই সবগুলি কথা সত্য নহে, আর সবগুলি কথা মিথ্যাও নহে। মৌলানা রুহুল সাহেব উল্লিখিত দুইটি রেফারেন্সের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহার কারণ তিনি পরিষ্কার মন ও নিরপেক্ষ বিবেক নিয়া চিন্তা করেন নাই। সাদা মন নিয়া চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, উক্ত দুইজন নবীর দুইটি কথাই সত্য। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, তৌরাত কিতাবে এলিয় নবীর আসমানে যাওয়া ও মালাকী নবীর কিতাবে এলিয় নবীর আগমনের কথা আছে। এই কথা দুইটীর মর্ম ঈহুদীরা বুঝিয়া বসিয়াছিল যে, এলিয় সশরীরে আসমানে জীবিত আছেন, এবং মসিহের আগমনের পূর্বে তিনি তৃতীয়বার আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন, এই বিশ্বাস এখন পর্যন্ত ঈহুদীদের আছে, এবং তাহারা এখনও এলিয় নবীর আগমনের জন্য আসমানের দিকে তাকাইয়া আছে। এই জন্যই তাহারা হযরত ইসা (আঃ)-কে এবং পরবর্তীকালে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) কেও মানিতে পারে নাই।

হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া যখন দাবী করিলেন। তখন ঈহুদী মৌলবী মৌলানারা জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি যদি মসিহ হইয়া থাক তবে এলিয় কোথায়, এলিয় নবী আসমান হইতে নামিয়া না আসিলে মসিহ কেমন করিয়া আসিতে পারে? তখন হযরত ইসা (আঃ) উত্তর দিলেন— জাকারিয়া নবীর পুত্র ইউহান্নাই আগমনকারী এলিয়। আবার ঈহুদী মৌলবী মৌলানারা যাইয়া ইউহান্না বা ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এলিয়? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি এলিয় নহি, অর্থাৎ তোহাদের ভুল ধারণা মত হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এলিয় যিনি সশরীরে আসমানে জীবিত আছেন বলিয়া মনে করিতেছ, আমি সেই এলিয় নহি। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ঈহুদী মৌলবী মৌলানাদের প্রশ্নের উত্তরে তাহাদের ধারণা মত এলিয় হওয়া হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। মসিহ (আঃ)-এর আগমনের অব্যবহিত পূর্বে যে মহাপুরুষের এলিয় নামে আসার কথা ছিল, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে তিনি অস্বীকার করেন নাই।

হযরত ইসা (আঃ) এলিয় নবীর আসমানে যাওয়া ও তাঁহার আসা সম্বন্ধে যে, মীমাংসা দিয়াছেন এবং ইহুদীদের বুঝার যে ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইহুদীরা হযরত ইসা (আঃ)-কে অস্বীকার করিয়াছে। আর ইস্রায়িলী ইসা (আঃ)-এর উঠিয়া যাওয়া ও ইসা (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে মীমাংসা দিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া মোসলমানদেরও অনেকেই আজ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করিতেছে না। আঁ-হযরত (সাঃ) সত্যই বলিয়াছিলেন:—

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع

"তোমরা পদে পদে ইহুদীদের অনুসরণ করিবে"।

হযরত ঈসা (আঃ) আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-ও আসিয়া

চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহুদী মৌলানা মৌলবীদের খেয়াল মত এলিয় নবী আস্‌মান হইতে এখনও সশরীরে নামিয়া আসিলেন না, এবং আসিবেনও না। আর উম্মতে মোহাম্মদিয়াতে মসিহে মাওউদ, (আঃ) আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ঈসা (আঃ) এখন পর্যন্ত সশরীরে আস্‌মান হইতে আসিলেন না, আসিবেন-ও না।

৬০নং মন্তব্য

"মৃন্ময় দেহ নিয়া আসমানে উঠা বিজ্ঞান মতে অসম্ভব হইলে বাইবেলের রাজা বলির ২য় অধ্যায় ১১ পদে আছে, এলিয় নবী.ক অগ্নিময় অশ্ব আসিয়া আস্‌মানে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল, আর কোরআন শরীফে আছে—

يا ادم اسكن انت و زوجك الجنة

'হে আদম তুমি এবং তোমার জোড়া জান্নাতে বাস কর।' ইহাতে তাহাদের সশরীরে আসমানে থাকা প্রমাণ হয়।"

উত্তর

বাইবেলের রাজা 'বলির' উক্ত পদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ইহুদী মৌলানা ও মৌলবী সাহেবগণ আজ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ইমান আনিতে পারে নাই, আর কোরআনে বর্ণিত হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ উঠাইয়া নেওয়ার' অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ২য় সংস্করণের ইহুদী মৌলানাগণও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর উপর ইমান আনিতে পারিতেছেন না। এলিয় এবং ঈসা (আঃ) কেহই সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন না। কাজেই ইহুদী এবং তথা কথিত মোসলমানদের আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকা বৃথা। এই রকম বিশ্বাস নিয়া একবার ইহুদীরা অভিশপ্ত হইয়াছে. আর এই রকম বিশ্বাসের গতিকে মোসলমান নামধারী অনেকেই ইহুদীদের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। হায়রে ভবিতব্য!

আল্লাহতা'লা হযরত আদম (আঃ)-কে আসমানে রাখিয়াছিলেন মৌলানা সাহেব এই কথা কোথায় পাইলেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি আল্লাহতা'লা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

انى جاعل فى الارض خليفة

"আমি পৃথিবীতে খলিফা করিব"

আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন আসমানে রাখিয়াছিলেন। তিনি হয়ত বলিবেন, জান্নাত শব্দ যে আছে। আমি বলি, জান্নাত কি কেবল আসমানই হয়? দুনিয়াতে জান্নাত হয় না? জান্নাত শব্দের অর্থ কি?

و دخل الجنة و هو ظالم لنفسه و قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا (كهف)

কোরআন শরীফে আছে, "সে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিল যখন সে তাহার নিজের আত্মার উপর অত্যাচার (গুণাহ) করিতেছিল, এবং বলিল এই জান্নাত কখনও ধ্বংস হইবে না।" এই আয়াতের কি অর্থ করেন? জান্নাত শব্দ দেখিলেই আসমান মনে করার কি কোন হেতু আছে? নেহায়েৎ আরবী না-জানা পাঠকের জন্য আমি বলিয়া দিতেছি, জান্নাত শব্দের অর্থ - বাগান; আম, কাঁঠাল, খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের বাগানকেও আরবী ভাষায় জান্নাত বলে।

৬১নং মন্তব্য

মেরাজ জিছমানি ছিল না, রুহানী? যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) মেরাজে সশরীরে গিয়াছিলেন হযরত ইসা (আঃ) যাইতে পারিবেন না কেন?

উত্তর

আস্‌মানে যাইতে পারা, না পারা, নিয়া-ত তর্ক নাই। তিনি যে আসমানে গিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কই? এতবড় একটা কথা - সশরীরে আস্‌মানে যাওয়া - শুধু যাইতে পারা দ্বারাই গিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা যায় না।

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর মেরাজ সম্বন্ধে বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল বলিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন - সশরীরে হইয়াছে না স্বপ্নে হইয়াছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-র মত ছিল, তাঁহার জড়দেহ আসমানে যায় নাই, তাঁহার আত্মা গিয়াছিল। কোরআন শরীফে আছে —"الرؤيا" একটি 'স্বপ্ন'; কেহ কেহ বলেন 'রোওইয়া' অর্থ স্বপ্ন হইলেও এখানে চোখের দেখা رؤيا العين; আমি বলি স্বপ্নেও লোকে চোখেই দেখে, কান দিয়া দেখে না। বুখারী শরীফে পরিস্কারভাবে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, রসুল করিম (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া এবং তাঁহার মেরাজে যাওয়ার কথা কোরআনে উল্লেখ থাকা সত্বেও অঁ-হযরত (সাঃ)-এর বড় বড় সাহাবিগণ কয়েক ঘন্টার জন্য সশরীরে গিয়াছেন কিনা এবিষয়ে মতভেদ করিতেছেন। আর মৌলানা সাহেব বিনা প্রমাণেই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ইসা (আঃ) সশরীরে আসমানে বসিয়া আছেন বলিয়া বিশ্বাস করাইতে চান!

৬২নং মন্তব্য

"আছহাবে কাহাফ" তিন শত নয় বৎসর বিনা আহারে জীবিত ছিল, কাজেই হযরত ইসা (আঃ)-ও বিনা আহারে আসমানে জীবিত থাকিতে পারেন।"

উত্তর

'আসহাবে কাহাফ' বিনা আহারে তিন শত নয় বৎসর জীবিত ছিলেন তাহা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? বিনা আহারে জীবিত থাকার কথা ত কোরআন শরীফে নাই বরং কোরান শরীফে আসিয়াছে ঃ--

وما جعلنا هم جسدا لا يأكلون الطعام—

"আমি এমন কোন দেহ সৃষ্টি করি নাই যাহারা খাদ্য না খাইয়া থাকিতে পারে।" কাজেই তিন শত নয় বৎসরের কথা যাহা কোরান শরীফে উল্লেখ আছে, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন নয়, সামাজিক জীবন।

৬৩নং মন্তব্য

"পরলোকে যখন বেহেস্তে থাকিবেন তখন যেমন মলমূত্র ছাড়াই থাকিবেন, এই রকম ইসা (আঃ)-ও আছেন।"

উত্তর

এতক্ষণে মৌলানা সাহেব ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরলোকে মানুষ যে-রকম দেহ নিয়া মলমূত্র ছাড়া থাকিবে, এই রকম দেহ নিয়াই হযরত ইসা (আঃ)ও সেই অবস্থায়ই আছেন, এবং পারলৌকিক দেহ নিয়া পরলোকেই আছেন। পারলৌকিক দেহ, পারলৌকিক অবস্থা পরলোকে গেলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে এই জড় দেহ ত্যাগ না করিয়া কেহই পারলৌকিক দেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সুতরাং ইসা, (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুর পর পারলৌকিক দেহ পরলোকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬৪নং মন্তব্য

"আল্লাহ কি আসমানে হযরত ইসা (আঃ)-এর খাদ্য প্রদান করিতে পারেন না?'

উত্তর

নিশ্চয়ই পারেন। আল্লাহ্‌র পারা, না পারা, নিয়া-ত কোন তর্কই নাই। আল্লাহতালা সর্বশক্তিমান, তিনি সব করিতে পারেন। তিনি মানুষ, গরু, ঘোড়া, সবকেই সশরীরে আসমানে উঠাইতে পারেন। আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলে মানুষকেও লেজ এবং শিং দিতে পারেন। কিন্তু কথা হইতেছে তিনি এরূপ করিয়াছেন কি না? তিনি হযরত ইসা (আঃ)-কে আসমানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় রাখিয়াছেন কি না? কোরআন শরীফে অতি পরিস্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। তাঁহার

সশরীরে আস্‌মানে যাওয়ার কথা কোরআন হাদীসের কোথাও নাই।

৬৫নং মন্তব্য

"দাজ্জাল বাহির হইবার কালে মোসলমানগণ যেমন শুধু তছবীহ পড়িয়া জীবিত থাকিবেন, কিছুই খাইবেন না; ইসা (আঃ)-ও আস্‌মানে শুধু তছবীহ পড়িয়াই জীবিত আছেন।"

উত্তর

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ها

"স্বপ্নটি আমার ব্যাখ্যা বাহুল্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।" পীর ও মৌলাগণ যদি এইরূপ শিক্ষাই না দিতেন, তবে মোসলমান সমাজ আজ এইরূপ ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইত না।

মৌলানা সাহেব যে সমধিক ছহী হাদীসটি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের পরবর্ত্তী বৎসরই দাজ্জাল বাহির হইবে, কনষ্টান্টিপোল ত ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত হইয়াছে, আর এই হাদীস অনুসারে ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দাজ্জালও বাহির হইয়াছে। সেই অবধি মৌলানা সাহেবগণ কি কিছুই না খাইয়া শুধু তছবীহ পড়িয়াই জীবিত আছেন? তছবীহ্‌র গুণাবলী এইরূপভাবে বর্ণনা না করিলে মৌলানা সাহেবদের তছবীহ্‌, কবচ ইত্যাদির কদর হইবে কি করিয়া।

৬৬নং মন্তব্য

"আসমানের আবর্ত্তনে হযরত ঈসা (আঃ) যদি নীচে আসেন, জমির আবর্ত্তনে মীর্যা সাহেব নীচে জান কি?"

উত্তর

যাহারা আস্‌মানের এইরকম আবর্ত্তনে বিশ্বাস করে তাহাদের মতে আসমান ঘুরিয়া জমির নীচে যায়। অতএব তাহাদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসা (আঃ)-কেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমির নীচে যাইতে হয়। কিন্তু যাহারা আস্‌মানের এইরকম আবর্ত্তনে বিশ্বাস করে না, তাহারা জমির পিঠের দিক্‌টাকে উপর মনে করিয়া থাকেন; অতএব, জমি ঘুরিয়া যেখানেই যাউক না কেন, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) জমির উপরেই আছেন।

৬৭নং মন্তব্য

"কাফেররা জানিত যে, হযরতের আস্‌মানে যাওয়া সম্ভব হইবে, কাজেই তাহারা এক সর্ত্ত পেশ করিল, আস্‌মানে আরোহন করাতেও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য কিতাব আনয়ন কর।"

উত্তর

যেখানে স্বয়ং আঁ হযরত (সাঃ)-এর সাহাবিগণও হযরতের (সাঃ) জড়দেহ নিয়া আস্‌মানে যাওয়া অসম্ভব মনে করিতেন, সেইখানে কাফেরগণ হযরত (সাঃ)-এর জড়দেহ নিয়া আস্‌মানে যাওয়া সম্ভব মনে করিয়াছিল বলা, সাধারণ বুদ্ধির অভাবের দরুনই সম্ভব হইয়াছে।

কাফেরগণ যদি আঁ-হযরত (সাঃ) এর সশরীরে আস্‌মানে যাওয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করিত না। আস্‌মানী কিতাব ত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাদের সামনে পেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের প্রশ্ন ছিল সশরীরে যাইয়া আসমান হইতে কিতাব নিয়া আসা, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাস করিবে। তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লা বলিলেন—

قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا

"তুমি বলিয়া দাও (হে মোহাম্মাদ) আমি মানুষ, রসুল ব্যাতিরেকে কিছুই নই"।

অর্থাৎ মানুষ রসুলের পক্ষে আস্‌মানে যাওয়া অসম্ভব।

৬৮নং মন্তব্য

"তৌরাতের অধীনে বহু নবী আসিয়াছেন, যথা মুসা (আঃ)-এর অধীনে তাঁহার ভাই হারুন (আঃ) আর লুত (আঃ) নবী হইয়াও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাবেদারী করিতেন, এই রকম হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী করিবেন. মোহাম্মদী শরীয়তের খলিফা ও তাবেদার হইয়া নবী হইলে নবুওয়ত খতম হওয়ার বিপরীত হয় না।'

উত্তর

যাহা হউক, এখানে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করিলেন যে, মোহাম্মদী শরীয়তের তাবেদার ও খলিফা হইয়া নবী হইলে নবুওয়ত খতম হওয়ার বিপরীত হয় না। মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) খাতামুন্নবীয়ীন হওয়া সত্বেও তাঁহার তাবেদার ও খলিফা হইলে নবী আসিতে পারে।

সুতরাং, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শুধু এইজন্য কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করিতে পারেন না যে, তিনি নবুওয়তের দাবী করিলেন কেন, কারণ হযরত মসিহে মওউদ, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের অধীনে ও তাবেদারীতে [illegible] হ[illegible]। কিন্তু, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অধীনে ইস্রায়িলী নবী ইসা (আঃ) আসিতে পারেন না, যেহেতু ইস্রায়িলী ইসা (আঃ) রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী না করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্বেই নবী হইয়াছিলেন। এইজন্য ইস্রায়িলী ইসা (আঃ) আসিলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খাতামুন্নবীয়ীন হওয়ার বিরুদ্ধে হয়।

৬৯নং মন্তব্য

"ইসা (আঃ)-এর উপর ওহি নাজিল হইলে যদি মোহাম্মদী শরীয়ত 'মনছোখ' হয় তবে মীর্যা সাহেবের উপর ওহি নাজেল হইলে মোহাম্মদী শরীয়ত মনছোখ হইবে না কেন?'

উত্তর

ইসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা رسولا الى بنى اسرائيل "বনি-ইস্রায়ীলদের প্রতি রসুল' করিয়া রসুল করীম (সাঃ) এর পূর্বেই পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ওহি-প্রাপ্তির মর্য্যাদা রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী না করিয়াই লাভ হইয়াছিল। যে নবী ওহি-প্রাপ্তিতে রসুল করীম (সাঃ)-এর অধীন নয়, এই রকম নবী পরে আগমন করিলে রসুলে করীম (সাঃ)-এর মর্য্যাদার হানী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত 'মনছোখ' হইবার কারণ হয়।

৭০নং মন্তব্য

"যেহেতু হযরত ইসা, (আঃ) বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন, এবং হযরত ইসার (আঃ) মাতা যেরূপ দরজা লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাতা সেইরূপ দরজা লাভ করেন নাই। ইসা (আঃ)-এর উপর খাস্তপূর্ণ খাঞ্চা নাজিল হইয়াছিল, আমাদের হযরতের উপর এরূপ খাঞ্চা নাজেল হয় নাই। এইজন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পক্ষে আসমানে যাওয়া সম্ভব না হইলেও, হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্য আসমানে যাওয়া সম্ভব হওয়াতে আপত্তি কি?"

উত্তর

দুঃখের বিষয়, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতটুকু কথাও বুঝিতে পারেন না যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মর্য্যাদা যদি সমস্ত নবী ও রসুলদের হইতে অধিক হইয়া থাকে, আঁ-হযরত (সাঃ) যদি পূর্বাপর নবী ও রসুলদের হইতে শ্রেষ্ঠতম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য কোন নবী সম্বন্ধে এমন কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে রসুলে করীম (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, এবং কোরআন শরীফের আয়াত ও হাদীসের এমন কোন অর্থ সহী হইবে না, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) কে অন্য কোন নবী হইতে হেয় প্রতিপন্ন করে।

হযরত ইসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণ করাতে হযরত ইসা (আঃ)-এর অধিক মরতবা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার মাতাকে আঁ-হযরতের মাতা হইতে অধিক মর্য্যাদাশালিনী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ইসা (আঃ) হইতে অধিক প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যদি আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আস্‌মানে উঠাইয়া থাকেন, আর যদি নবী-কুলশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-কে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রসুলে করীম (সাঃ) হইতে যে ইসা, (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার অধিক প্রিয় ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আঁ-হযরতের (সাঃ) উম্মতকে দাজ্জালের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি হাজার হাজার বৎসর যাবৎ ইসা (আঃ)-কে আস্‌মানে রিজার্ভ রাখিয়া থাকেন; আঁ হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যদি এই রকম আর একজন নবী পয়দা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'মরতবা' ইসা (আঃ) হইতে কম ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

৭১নং মন্তব্য

"মীর্যা সাহেব ৪নং আরবাইনে ৭ পৃষ্ঠায় শরীয়ত-ওয়ালা নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা; আমরা আরও অনেক জায়গায় খাইয়া আসিয়াছি যে, মিথ্যা বলিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের জিহ্বায় যেন একটুও জড়তা আসে না।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) তাঁহার গ্রন্থাদিতে অতি পরিষ্কার ভাবেই লিখিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কোন নূতন শরীয়ত নিয়া আসেন নাই, মোহাম্মদী শরীয়তের খাদেম হিসাবে আসিয়াছেন। আরবাইন কিতাবের যে রেফারেন্স মৌলানা সাহেব নকল করিয়াছেন তা। তিনি আসল কথাগুলি বাদ দিয়া মর্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। আসল এবারত নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

اگر کہو کہ صاحب الشریعۃ افترا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعوی بلا دلیل ہے خدا نے افترا کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی ما سوا اسکے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنے وحی کے ذریعہ سے چند امر نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے نہی بھی مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضون ابصارہم

"যদি বল সাহেবে-শরীয়ত নবী প্রবঞ্চনা-মূলক দাবী করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সকল প্রকারের প্রবঞ্চনাকারী ধ্বংস হয় না, তাহা হইলে, প্রথমতঃ তোমাদের এই কথার কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্‌তা'লা যে প্রবঞ্চনা-মূলক দাবী কারীকে ধ্বংস করিবার কথা বলিয়াছেন তাহা সাহেবে-শরীয়ত নবী হওয়ার দাবীর সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত শরীয়ত জিনিসটা কি ইহাও বুঝিয়া লও। যিনি নিজের ওহি দ্বারা কতকগুলি আদেশ ও নিষেধ বর্ণনা করিয়াছেন, নিজের উম্মতের জন্য একটা বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন, তিনিই সাহেবে-শরীয়ত হইলেন। অতএব এই সংগা অনুসারেও আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ দোষী সাব্যস্ত হন, যেহেতু আমার অহিতেও আদেশ ও নিষেধ আছে, যেমন এই এলহাম—'মোমেনদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের চক্ষু নত রাখে।'

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) উল্লিখিত এবারতের মধ্যে পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রবঞ্চনা-মূলক মিথ্যা নবুওতের দাবীকারীকে আল্লাহ্‌তা'লা ধ্বংস করিয়া যে-কানুন কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সাহেবে-

শরীয়ত নবুওয়তের দাবীকারকের জন্য সীমাবদ্ধ নহে, বরং যে-কোন প্রকারের প্রবঞ্চনা-মূলক মিথ্যা নবুওতের দাবীকারকের জন্য সাধারণ কানুন। আর এল্‌জামী-জওয়াব স্বরূপ বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, ওহী ও এল্‌হামের মধ্যে শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ থাকিলেই খোদাতা'লা ধ্বংস করেন, তবে এই হিসাবেও বিরুদ্ধবাদীগণই দোষী সাব্যস্ত হয়, যেহেতু তাঁহার প্রতিও কোরআন শরীফের কোন কোন 'আহকাম' এল্‌হাম হইয়াছে। কোন নূতন শরীয়তের আহকাম এল্‌হাম হইবার দাবী তিনি করেন নাই।

এতদ্ব্যতীত তিনি শত শত জায়গাতে অতি পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন,—আমি কোন নূতন শরীয়ত নিয়া আসি নাই, আমি মোহাম্মদ মোস্তাফা (আঃ)-এর তাবেদারী করিয়া মোহাম্মদী শরীয়তের খেদমত করিবার জন্য আসিয়াছি।

تفسیر القرآن بما لا یرضی به قائله

(ক্রমশঃ)

★

সাবধান! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না

সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন ও ঐশ্বর্য দেখিয়া, তাহাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না এবং তাহাদের পার্থিব উন্নতি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের পদানুসরণ করিতে যাইও না। শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে, তাহারা খোদার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাহাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহারা অবহেলিত এবং পরিত্যক্ত।

আমি তোমাদিগকে উপার্জন এবং শিল্পকার্য করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না যাহারা এই সংসারকেই সব কিছু মনে করিয়াছে। সাংসারিক বা পারত্রিক সকল কার্যেই খোদা হইতে ক্রমাগত শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করিতে থাকা তোমাদের উচিত; কিন্তু তাহা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত করিয়া নহে, বরং প্রার্থনার সঙ্গে সত্য সত্যই যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, প্রত্যেক আশিস্‌ স্বর্গ হইতেই অবতীর্ণ হয়।

তোমরা প্রকৃত ধার্মিক তখনই হইবে, যখন প্রত্যেক কার্যে এবং বিপদে কোন তদ্‌বীর করার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোদার দরগাহে প্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভো! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' এরূপ করিলে রুহুল কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা) তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে তোমাদের জন্য উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবেন। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বতোভাবে পার্থিব সম্পদ বা উপকরণেই নির্ভর করিয়াছে, এমন কি কার্যারম্ভের পূর্বে খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া 'ইনশাল্লাহ্' বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন, যেন তোমরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পার যে, খোদাই তোমাদের সকল 'তদবীরের' প্রচেষ্টার কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ ভূতলে পড়িয়া যায়, তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নহে, বরং ইহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেকের প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তদ্রূপ খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের তদ্‌বীরও কিছুতেই টিকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও ক্ষমতা ভিক্ষা করাকে স্বীয় জীবনের এক মূলনীতি জ্ঞান না কর, তবে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত তোমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

নৈতিক জীবন ও জাতীয় অগ্রগতি ঃ

কিছুদিন হলো জনাব এ, কে, রোহী রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতায় সমাজের নৈতিক ভিত্তি গঠন ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের অপরের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতার মূল কথা ছিল, বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেও সুদৃঢ় করতে হবে। নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হলেই অগ্রগতিও সুষম হয়। তিনি আরো বলেন যে মানব জাতির নিঃস্বার্থ সেবা আল্লারই নির্দেশ। যে দেশে নিঃস্বার্থ লোকের সংখ্যা যত বেশী সে দেশের সমাজও তত সৎ ও সহানুভূতিপূর্ণ হয়। সমাজের ভিত্তি নড়বড় হলে সম্পদ আহরণ বৃথা যাবে—পাকিস্তানের জনগণের তা' উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

জনাব রোহীর সাথে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে চাই নৈতিক জীবনের অধিকারী হওয়া মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট। ইহাকে বিদায় দিলে মানুষ ইতর প্রাণীর চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়। কারণ তার অপরিসীম বুদ্ধি শক্তি বিপথে পরিচালিত করে মানুষ নিজের এবং দেশের ও দশের যে ক্ষতি সাধন করতে পারে অন্য কোন প্রাণীর দ্বারা তা' কখনও সম্ভবপর নয়। দৈহিক দিক থেকে ঐ প্রাণী যত বড়ই হউক না কেন।

এখানে আরো একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ফাঁকি, ছলচাতুরি এসবের আশ্রয় নিয়ে মজবুত দালান কোঠা, রাস্তা ঘাট, ইত্যাদিই গড়ে তোলা যায় না আদর্শজাতি গড়ার ত প্রশ্নই উঠে না। পঁচা ডিমে যদি ভাল পুডিং হতো তবেত আর কথাই ছিল না।

কোথায় চলেছি, কিভাবে চলেছি ঃ

কিছুদিন পূর্বে নারায়নগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষের একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়। সংঘর্ষের কারণ নিয়ে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। দেশের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষার্থিদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা কিভাবে সম্প্রসারণ লাভ করছে এবং ইহার পরিণতি কোথায় তা' নিয়ে আমরা যদি এখনও মাথা না ঘামাই তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে ঘরে বাইরে কোথাও মাথা গুজবার সামান্য ঠাঁইটুকুও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবেন যে, মারামারি হাতাহাতি করার অধিকার কি শুধু ছাত্রদেরই; ছাত্রীদের এই অধিকার হতে মাহরুম করা হবে কেন, তারাত একই আদম হাওয়ার বংশধর, আর একই দুনিয়াতে, একই আলোবাতাসে বড় হচ্ছে।

অধিকারের ঐ প্রশ্ন এতটুকু খাঁটো করে না দেখে আমরা বলতে চাই যে, নিয়ম শৃংখলাকে অমান্য করা ছাত্রছাত্রী কারো জন্য মংগলের নয়, সমাজের জন্যও নয়। তারা শুধু যে, অধিকারই ভোগ করবে তা' নয়, তাদেরকে দায়িত্বও পালন করতে হবে। দায়িত্বশীল না হলে যতই জ্ঞান গরিমার অধিকারী হউক না কেন তাতে জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ হবে না, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না।

এখানে আরো একটি কথা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যদি চরিত্র গঠিত না হয়, তবে ঐ শিক্ষা আমাদের জন্য মংগলের চেয়ে অমংগলই ডেকে আনবে বেশী। তাই বলছি জীবন পথে আমাদের সর্বদাই ভাবতে হবে কোথায় চলেছি, কিভাবে চলেছি?

★

॥ সমাচার ॥

আঃ ইঃ আঃ

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা [বার্ষিক সম্মেলন] অতি সফলতার সহিত গত ২৪, ২৫, ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪নং বকসীবাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রদেশের ১৭টি জেলা হইতে আহ্‌মদীয়া জামাতের সদস্যবর্গ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্যালেষ্টাইনের আল-বুশরা পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও মধ্য প্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলীম মিশনারী মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, পূর্ব-আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলীম মিশনারী মওলানা শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব এবং সাহেবজাদা মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব উক্ত সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রাবওয়া হইতে ঢাকা আগমন করেন।

সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বের যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, ইসলাম ও জাতীয় ঐক্য বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার, কোরআন শিক্ষা ও প্রচারের গুরুত্ব, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ-দানকালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলীম মিশনারী মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব বলেন যে, মানুষ ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যতই জড়বাদিতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বের সমস্যা ততই গুরুতর রূপ ধারণ করিয়া বিশ্ববাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করিতেছে।

পূর্ব-আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলীম মিশনারী মওলানা শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার শীর্ষক ভাষণে অমুসলীমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করা আজ সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রাদেশিক আমীর মওলানা মোহাম্মাদ সাহেব তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় অতি নিকটবর্তী।

o o o

পাক বে [Pak Bay] কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব আনওয়ার আহ্‌মদ কাহলন পবিত্র হজ্জ উদযাপনের উদ্দেশ্যে গত ৪ঠা মার্চ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সাহেবজাদা মীর্যা রফি আহমদ সাহেবও পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে বিমানযোগে মক্কা গিয়াছেন। তাঁহারা ছাড়াও আরো অনেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়াছেন।

প্রাদেশিক আমীর মওলানা মোহাম্মাদ সাহেবকে লিখিত এক পত্রে মীর্যা রফি আহ্‌মদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তানের সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট সালাম জানাইয়া দোয়ার নিবেদন করিয়াছেন।

o o o

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে গত ৬ ও ৭ই মার্চ তারিখে খুলনা জিলার যতীন্দ্রনগরে ৯ই সালানা জলসা [বার্ষিক সম্মেলন] অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাদেশিক আমীর মওলানা মোহাম্মাদ সাহেব, মধ্য-প্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলীম মিশনারী মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, প্রাক্তন রিজিওনাল কায়েদ জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মেজর আবদুর রহমান, মেজর শরীফ ডিলন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রায় পাঁচ হাজার লোক উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু হিন্দুও উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁহাদের অনেকে জলসার সফলতার জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। উক্ত

সম্মেলনে অনেক হিন্দু পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে একজন হিন্দু পণ্ডিত বলেনঃ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মুখে মহাপুরুষ বলি; কিন্তু চরিত্রহীন হিসাবে চিত্রিত করিয়াছি। মুসলমানদের অন্যান্য জামাত তাঁহাকে কাফের বলিয়া অভিহিত করে; কিন্তু আহ্‌মদীয়া জামাত যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পেশ করিয়া থাকেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্যি সত্যি মহাপুরুষ ছিলেন, চরিত্রহীন বা পাপাচারী ছিলেন না।

★

পাপ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাস) সদৃশ কোন বস্তু নাই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হইতে বিরত রাখে, 'একীনই' মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র 'একীনই' মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেকে সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করিতে পার? 'একীনের' জ্যোতি ব্যতিরেকে কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নিম্নে এমন কোন 'কাফ্‌ফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (প্রতিদান) কি আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে? মরিয়ম পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপকর্ম হইতে পরিত্রাণ দিবে?

হে খ্রীষ্টানগণ, এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না, যাহাতে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং জীশুও তাঁহার পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করিয়াছিলেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। পরিতাপ সকল খ্রীষ্টানদের জন্য, যাহারা এই বলিয়া জগৎকে প্রতারিত করে যে, তাহারা মসিহ্‌র রক্তের দ্বারা নাজাত লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে; বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহাদের মস্তিষ্ক অভীভূত; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা, যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং 'রূহুল কুদ্দুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। 'মোবারক' (ভাগ্যবান) সেই ব্যক্তি যে 'একীন' লাভ করিয়াছে কারণ সেই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মোবারক' তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয়, কারণ ইহার ফলে তোমাদের গোনাহ্‌ বা পাপের অবসান হইবে। 'গোনাহ্‌' ও 'একীন' এই দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পার, যাহার ভিতরে তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখিতেছ? তোমরা কি এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান থাকিতে পার, যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, কিম্বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতা'য়ালার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহমদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	তোশায়া	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.